নারী অধিকার ও মানবাধিকার

উত্তরণ

MISEREOR
IHR HILFSWERK

নারী অধিকার ও মানবাধিকার

সার্বিক নির্দেশনা

শহিদুল ইসলাম

সহযোগিতায়

ফাতিমা হালিমা আহমেদ

মোঃ শহিদুল ইসলাম

মোঃ বদিউজজামান

নারী অধিকার ও মানবাধিকার

প্রকাশকাল ঃ
মার্চ '২০১৩

প্রকাশনা ঃ
উত্তরণ
তালা, সাতক্ষীরা

প্রচ্ছদ
শেখর বিশ্বাস

গ্রাফিক্স
এস, আকাশ
অংকুর স্যার ইকবাল রোড, খুলনা-৯১০০

মুদ্রণে ঃ
প্রচারণী প্রিন্টিং প্রেস।

নারী অধিকার ও মানবাধিকার

সূচিপত্রঃ

১। ভূমিকা ২
২। অধিকার, মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকার ২
৩। মানবাধিকারের মূলনীতিসমূহ ৪
৪। মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণা ৬
৫। বৈষম্য ১০
৬। পারিবারিক নির্যাতন ১০
৭। নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ (সিডও) ১২

মুখবন্ধ ঃ

১৯৮৪ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক ৮ মার্চ কে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসাবে ঘোষণা দেওয়া হয়। সেই সময় থেকে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য নিরসনে (সিডিও) স্বাক্ষরদানকারী সকল সদস্য দেশগুলো যথাযোগ্য মর্যাদায় আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করে থাকে। ১৮৫৭ সালের ৮ মার্চ নিউইয়র্ক শহরের একটি বস্ত্রকলের নারী শ্রমিকরা কাজের সময় ৮ ঘন্টা করা, বেতনবৃদ্ধি এবং কারখানায় কাজের পরিবেশের মান উন্নয়নের জন্য রাজপথে আন্দোলন সংগ্রামে নেমে পড়ে। ঐ দিনটিকে স্মরণ করে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালনের তারিখটি নির্ধারিত হয়েছে।

পৃথিবীতে প্রধান বৈষম্যগুলোর অন্যতম প্রধান বৈষম্য হলো নারীর প্রতি বৈষম্য। দাস সমাজ থেকে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা পর্যন্ত আমাদের সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভংগীর উপর ভিত্তি করে। এ সমাজব্যবস্থার মূল চালিকাশক্তি হলো সম্পদ ও কর্তৃত্বের মালিক হবে পুরুষ। বিদ্যমান এ সমাজ ব্যবস্থায় নারীদেরকে দেখা হয় ভোগের সামগ্রী, সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র এবং সেবাপরায়ণা জীব হিসাবে। এর দরুণ নারীরা যেমন পুরুষ কর্তৃক বিরূপ আচরণ ও সহিংসতার শিকারে পরিণত হন , তেমনি নারীর স্বতন্ত্র স্ববিকাশের পথও রুদ্ধ হয়ে পড়ে যার খারাপ প্রভাব পড়ে সমাজের উপর। এটি প্রমাণিত যে, নারীকে সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা প্রদান করলে তার দ্বারা সমাজ ভালোভাবে উপকৃত হতে পারে এবং একটি শান্তিপূর্ণ , স্থিতিশীল ও সমৃদ্ধ সমাজ গঠনে তা হয় অত্যন্ত ফলপ্রসূ। নারীর প্রতি সকল ধরণের বৈষম্য দূরীকরণের মাধ্যমে এ লক্ষ্য অর্জিত হতে পারে।

বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ। দীর্ঘদিনের গড়ে ওঠা সংস্কৃতি ও ধর্মীয় প্রভাব হলো বাংলাদেশের সমাজের মূল চালিকাশক্তি। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে এসব কৃষ্টি সংস্কৃতি ও কুসংস্কার নারীদের বিকশিত হওয়ার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করছে । যে সব ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধা প্রদান করলে নারী সম্পদের মালিক হবে এবং পুরুষের উপর কর্তৃত্ব করতে পারে সেইসব ক্ষেত্রে আমরা নারীদেরকে বঞ্চিত করতে চাই।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর দেশ গঠনে সরকারী বেসরকারী ভাবে ব্যাপক উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। যে সব চেতনার আলোকে দেশ স্বাধীন হয়েছিল সেই সব চেতনার দ্বারা নারী উন্নয়নের অনুকূল একটি ক্ষেত্রও তৈরী হয়। বিশেষ করে বেসরকারী উন্নয়ন কর্মকান্ডে নারী উন্নয়নের বিষয়টি ব্যাপকভাবে প্রাধান্য বিস্তার লাভ করে এবং সরকারী উন্নয়ন কর্মকান্ডেও নারী উন্নয়নের বিষয়টি স্বীকৃতি পেতে থাকে। ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ঘোষিত হয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা। এখন সরকারী বেসরকারী সকল উন্নয়ন কর্মকান্ডে নারীকে সম্পৃক্ত করার বিষয়টি চোখে পড়ার মত। তাই নারীর প্রতি সমাজ এখন পূর্বের তুলনায় যথেষ্ঠ সহনশীল। আসুন, আমরা সমাজের সকল স্তরে নারীদের সমান অধিকার নিশ্চিত করি।

শহিদুল ইসলাম
পরিচালক, উত্তরণ

ভূমিকা

বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের একটি বেসরকারী সংস্থা হিসেবে উত্তরণ দীর্ঘদিন যাবত মানবাধিকার নিয়ে কাজ করছে। উত্তরণ তার কার্যক্রম একটি মানবাধিকার ইস্যু নিয়ে ১৯৮৫ সালে আরম্ভ করে। সেখান থেকে অদ্যাবধি এ অঞ্চলের মানবাধিকারের সকল ধরনের ইস্যু নিয়ে উত্তরণ কাজ করে।

অতীতকাল থেকে আমাদের দেশে সমাজ ব্যবস্থায় পুরুষ প্রধান, নারী গৌন। নারীর ব্যক্তি স্বাধীনতা, সম্পত্তির অধিকার, সামাজিক স্বীকৃতিকে অবহেলা করা হয়েছে এবং বর্তমানেও তা অব্যাহত রয়েছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পুরুষের পাশাপাশি নারীরা কাজ করলেও তাদের মুজুরী কম। তাদের উপার্জিত টাকা স্বাধীনভাবে খরচ করতে পারে না। এ ক্ষেত্রে পুরুষদের নিয়ন্ত্রণ আরোপের প্রবণতাই বেশী কাজ করে। সে কারণে মহিলাদের সাবলম্বী হওয়ার ক্ষেত্রে তেমন উন্নয়ন চোখে পড়ে না।এ ছাড়া যুগ যুগ ধরে গ্রামীন ও শহরের বিভিন্ন ক্ষমতা কাঠামো এবং স্থানীয় বিভিন্ন সালিশ বিচারে নারীদের একক সিদ্ধান্ত গ্রহনের কোন ক্ষমতা নেই। ধর্মীয় ও কৃষ্টিগত কারণে নারীরা তাই আজও অনেক পিছিয়ে রয়েছে। দেশের সকল ক্ষেত্রে এখনও নারীদের অভিগম্যতা যথেষ্ট নয়।

অন্যদিকে বাংলাদেশের দক্ষিন পশ্চিমের এ অঞ্চলের মোট জনসংখ্যার শতকরা ২৭ ভাগ অন্ত্যজ জনগোষ্ঠীর বসবাস।এদেরকে বাদ দিয়ে এ অঞ্চলের উন্নয়ন কখনও সম্ভব নয়। কিন্তু বাস্তবিক অর্থেদেখা যায় প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা এদের পাশ কাটিয়ে দেশের উন্নয়ন তরান্বিত করতে চায়। অত্র অঞ্চলে মানবাধিকার লঙ্ঘনজনিত যত ঘটনা ঘটে তার একটা বড় অংশ বসবাসরত এ সকল অন্ত্যজ জনগোষ্ঠীর উপর ঘটে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সরকারী বিভিন্ন দপ্তরে তাদের অভিগম্যতা কম। সরকারী সম্পদ সম্পত্তিতে বিশেষ করে খাস জমি, জলাশয়ে তাদের কোন অধিকার নেই বললেই চলে।

তাই উত্তরণ তার জন্মলগ্ন থেকে এ অঞ্চলের হতদরিদ্র নারী পুরুষ, অন্তজ জনগোষ্ঠীসহ পিছিয়ে পড়া সকল মানুষের অধিকার, মৌলিক অধিকার, ও মানবাধিকার নিয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

অধিকার , মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকার

অধিকার হচ্ছে মানুষের আত্মবিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধার দাবী, যা নৈতিক নয়তো আইনগত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। আইন বিজ্ঞানী সেমন্ড খুব সহজ করে বলেছেন 'আমার জন্য অন্যদের যা করতে হবে সেটাই আমার অধিকার'।

আইন থেকে অধিকারের সৃষ্টি হয় না। সমাজে মানুষের পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অধিকারের জন্ম হয়। কোন আইন কর্তৃক স্বীকৃত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এটা থাকে নৈতিক অধিকার। আর আইন স্বীকৃতি দিলে হয়ে যায় আইনগত অধিকার। ব্যাপক অর্থে অধিকার তাই দু'ভাগে বিভক্ত-

অধিকার তাই দু'ভাগে বিভক্ত-
- নৈতিক অধিকার
- আইনগত অধিকার

নৈতিক অধিকার ঃ

যে অধিকারের ভিত্তি নৈতিকতা এবং যা ভংগ করলে নৈতিক অপরাধ হয়, তাকে নৈতিক অধিকার বলে। যেমন- সন্তানের কাছ থেকে শ্রদ্ধা পাওয়ার নৈতিক অধিকার মাতা-পিতার রয়েছে।

আইনগত অধিকার ঃ যে অধিকার দেশের আইন দ্বারা স্বীকৃত এবং যা ভংগ করলে আইনগত অপরাধ হয়, তাকে আইনগত অধিকার বলে। যেমন- ঋণদাতার ঋণের টাকা ফেরত পাবার অধিকার।

আদি সমাজে কোন লিখিত আইন ছিল না। কিন্তু সামাজিক নিয়ম-নীতি ছিল। এসব নিয়ম নীতির সঙ্গে নৈতিকতার কোন পার্থক্য ছিল না। তাই সেসময় সবই ছিল নৈতিক অধিকার। পরবর্তীতে গুরুত্বের ওপর ভিত্তি করে এসব নৈতিক অধিকারগুলোকে ক্রমান্বয়ে আইন স্বীকৃতি দেয় এবং বলবৎকরণের ব্যবস্থা করে। এভাবেই নৈতিক অধিকার আইনগত অধিকারে পরিণত হয়। এজন্য বলা হয়- ***সব আইনগত অধিকারই নৈতিক অধিকার কিন্তু সব নৈতিক অধিকার আইনগত অধিকার নয়।*** নৈতিক অধিকারের তুলনায় আইনগত অধিকারের অবস্থান এক ডিগ্রী উপরে।

মানবাধিকার ঃ মানবাধিকার হচ্ছে মর্যাদার দাবী। অর্থাৎ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার অধিকারই হচ্ছে মানবাধিকার। অপর কথায় যে অধিকার সহজাত, সার্বজনীন, অহস্তান্তরযোগ্য এবং অখন্ডনীয় তাই মানবাধিকার।

মৌলিক অধিকার ঃ

যে অধিকার গুলো সংবিধানে স্বীকৃত এবং আদালতের মাধ্যমে কার্যকরযোগ্য তাই মৌলিক অধিকার। প্রকৃত অর্থে সব মৌলিক অধিকার মানবাধিকার কিন্তু সকল মানবাধিকার মৌলিক অধিকার নয়।

মানবাধিকার	মৌলিক অধিকার
• ব্যাপক ধারণা।	• মানবাধিকারের অংশ বিশেষ।
• মানুষের সহজাত অধিকার।	• সংবিধান স্বীকৃত অধিকার।
• সকল মানবাধিকারের বাস্তবায়ন আদালতের মাধ্যমে সম্ভব নয়।	• আদালতের মাধ্যমে বলবৎযোগ্য।
• সার্বজনীন ভৌগলিক সীমারেখা দ্বারা আবদ্ধ নয়।	• ভৌগলিক সীমারেখা দ্বারা আবদ্ধ।

মানবাধিকারের মূলনীতিসমূহ

সমতা

সমতা বলতে সকল মানুষের সহজাত মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শণের ধারণাকে বোঝায়। যেমন- সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার ১ম অনুচ্ছেদে সমতাকে মানবাধিকারের ভিত্তি হিসাবে গন্য করে বলা হয়েছে যে, সকল মানুষ জন্মগতভাবে স্বাধীন এবং মর্যাদা ও অধিকারের দিক দিয়ে সমান।

সার্বজনীন

কিছু নির্দিষ্ট নৈতিক মূল্যবোধ পৃথিবীর সকল অঞ্চলেই অনুসরণ করা হয়। সরকার এবং সম্প্রদায় সমূহেরও উচিত এসব মূল্যবোধকে স্বীকৃতি দান ও সমুন্নত রাখতে সচেষ্ট হওয়া। যদিও অধিকারের সার্বজনীনতা বলতে এটা বোঝায় না যে, অধিকারের ধরণ পরিবর্তন হবে না বা অধিকারের ব্যাপারে সকল মানুষের অভিজ্ঞতা একই রকম হবে।

মানবিক মর্যাদা

মানবাধিকারের মূলনীতিগুলো যেসব ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত সেগুলোর অন্যতম হচ্ছে মানবিক মর্যাদা। প্রত্যেক ব্যক্তি বয়স, সংস্কৃতি, বিশ্বাস, গোত্র, বর্ণ, লিঙ্গ, যৌন পরিচয়, ভাষা, অক্ষমতা, সামাজিক শ্রেণী ইত্যাদি নির্বিশেষে সমান মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী।

বৈষম্যহীনতা

বৈষম্যহীনতা সমতার ধারণার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। বৈষম্যহীনতার ধারণ সমাজে কোন বাহ্যিক উপদানের কারণে কারো যেন মানবাধিকার লংঘিত না হয় সে বিষয়ে নিশ্চয়তা দেয়। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার বিষয়ক দলিল সমূহে যে সব উপদানগুলোকে বৈষম্যের ভিত্তি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো হল গোত্র, বর্ণ, লিঙ্গ, ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক ও অন্যান্য মতাদর্শ, জাতীয় কিংবা সামাজিক উৎপত্তি, সম্পত্তি, জন্ম অথবা অন্যান্য পদমর্যাদা। যদিও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দলিলগুলোতে বৈষম্যের নির্দিষ্ট কিছু উপদানের কথা বলা হয়েছে। তবে এর মানে এই নয় যে, অন্যান্য উপাদানের ভিত্তিতে বৈষম্য করা - মানবাধিকারের পরিপন্থী নয়।

অবিভাজ্যতা

মানবাধিকারের বিভিন্ন শ্রেণীকে অবিভাজ্য হিসাবে বিবেচনা করতে হবে। নাগরিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক কিংবা অপরাপর সকল সমষ্টিক অধিকারগুলোকে একক এবং অবিভাজ্য হিসাবে গন্য করতে হবে।

অহস্তান্তরযোগ্য

মানবাধিকারগুলোকে কেউ ছিনিয়ে নিতে বা সমর্থন করতে কিংবা হস্তান্তর করা যায় না। কেননা মানবাধিকারের অন্যতম একটি মূলনীতি হচ্ছে এগুলো হস্তান্তরের অযোগ্য।

আন্তঃনির্ভরশীলতা

মানবাধিকারের বিষয়গুলো জীবনের সর্বক্ষেত্রেই বিকশিত হয়ে থাকে। যেমন- বাড়িতে, স্কুলে, কর্মক্ষেত্রে, আদালতে, বাজারে - সর্বত্রই। মানবাধিকার লংঘনের বিষয়গুলো একে অপরের সাথে আন্ত-সম্পর্কীয়। যেমন- একজনের অধিকার লংঘন অপরের অধিকারের ক্ষতি সাধন করে। একই ভাবে - কোন এলাকায় মানবাধিকারের অগ্রগতি অন্য এলাকায়ও অনুরূপ ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করে।

দায়িত্বশীলতা

মানবাধিকারের প্রতি দায়িত্বশীলতা - মানবাধিকারের মূলনীতিসমূহের অন্যতম। এ দায়িত্বশীলতা যেমন সরকারের এবং ব্যক্তির তেমনি সমাজের অপরাপর প্রতিষ্ঠানেরও রয়েছে।

সরকারের দায়িত্ব

মানবাধিকার সরকারের খেয়ালীপনার উপর নির্ভরশীল কোন করুণার বিষয় নয়। এটা এমনও নয় যে, সরকার কিছু সংখ্যক মানুষের মানবাধিকার রক্ষার চেষ্টা করবে আর অন্য মানুষদের কথা ভাববে না। যদি সরকার তাই করে তবে সে সরকার অবশ্যই মানবাধিকার লংঘনের জন্য দায়ী হবে।

ব্যক্তিগত দায়িত্ব

প্রত্যেক ব্যক্তিরই দায়িত্ব হচ্ছে - মানবাধিকার শেখা, মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা এবং কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান মানবাধিকার লংঘন করলে তাকে বা সে প্রতিষ্ঠানকে চ্যালেঞ্জ করা।

অপরাপর দায়িত্বশীল সংস্থা

সমাজের সকল শাখা যেমন কর্পোরেশন, বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা, ফাউন্ডেশন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ ও মানবাধিকার রক্ষা ও উন্নয়ন সাধনে অংশগ্রহণ করতে হবে।

সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা (UDHR)

'আন্তর্জাতিক অধিকার বিল' এর তিনটি অংশে প্রথম অংশ হচ্ছে 'মানবাধিকার ঘোষণা'। এজন্যই এ ঘোষণাকে বলা হয় তিন সোপান বিশিষ্ট রকেটের প্রথম সোপান। তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের স্ত্রী মিসেস এলিয়েনর রুজভেল্টের নেতৃত্বে মানবাধিকার কমিশন তৈরী করে সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা (UDHR)। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর এটি গ্রহণ করে। সে সময় জাতিসংঘের সদস্য সংখ্যা ছিল ৫৮। এর মধ্যে ৪৮টি রাষ্ট্র এ ঘোষণার পক্ষে ভোট দেয়। বাকি ৮টি রাষ্ট্র ভোটদানে বিরত থাকে। সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং সোভিয়েত ব্লকের ৪টি রাষ্ট্র- বেলারুশ, ইউক্রেন, চেকোশ্লোভাকিয়া, যুগোশ্লোভিয়া, পোল্যান্ড প্রভৃতি ভোটদানে বিরত থাকে এ যুক্তিতে যে, ঘোষণায় অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারগুলো যথেষ্ট গুরুত্ব পায়নি। এছাড়া সৌদি আরব ও দক্ষিণ অফ্রিকাও ভোটদানে বিরত থাকে। যেহেতু এ ঘোষণার বিপক্ষে কোন রাষ্ট্র ভোট দেয়নি, তাই বলা হয় সার্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণা গৃহীত হয় সর্বসম্মতিক্রমে। মানবাধিকারের ঘোষণার প্রথম অনুচ্ছেদেই বলা হয়, 'সকল মানুষ বন্ধনহীন অবস্থায় সম মর্যাদা ও সম অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। তাদের বুদ্ধি ও বিবেক রয়েছে এবং তাদের উচিত ভ্রাতৃত্বসুলভ মনোভাব নিয়ে একে অন্যের সাথে আচরণ করা।

এভাবেই দীর্ঘ সংগ্রামের পথ ধরে গৃহীত হয় মানব ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দলিল। সূচনা হয় নতুন দিগন্তের।

মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণা

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ১৯৪৮ সালের ২০ ডিসেম্বর পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণা পাস করে। এই ঘোষণাপত্রে ৩০ টি অনুচ্ছেদ আছে। অনুচ্ছেদ ১ এ মানুষের মর্যাদা ও অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে সমতার কথা বলা হয়েছে। অনুচ্ছেদ ২ এ বৈষম্যহীনতার কথা বলা হয়েছে। অনুচ্ছেদ ৩-২৭ পর্যন্ত অধিকারের কথা বলা হয়েছে। ২৮-৩০ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত রাষ্ট্র, সমাজ ও ব্যক্তিগত দায়-দায়িত্বের কথা বলা হয়েছে। নিম্নে সংক্ষেপে মানবাধিকারে সার্বজনীন ঘোষণার বিষয়গুলো বর্ণনা করা হলো ঃ

১। ***সমতা ঃ*** সকল মানুষ স্বাধীন অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে এবং সমান মর্যাদা ও সমান অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে।

২। ***বৈষম্যহীনতা ঃ*** মানুষের মধ্যে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নারী, পুরুষ, ভাষা, রাজনৈতিক, বা অন্য কোন মতবাদ, সামাজিক উৎপত্তি, সম্পত্তি, জন্ম বা অন্য কোন পদমর্যাদা/অবস্থানের কারণে পার্থক্য থাকতে পারে।

কিন্তু এই ঘোষণাপত্রে উল্লেখিত অধিকারগুলো ভোগ করার ক্ষেত্রে উপরিউক্ত পার্থক্যগুলোর ভিত্তিতে কোনোরূপ বৈষম্য করা যাবে না। এমনকি কোনো মানুষের যদি কোনো দেশ থাকুক বা না থাকুক সবাই এই অধিকারগুলো সমানভাবে ভোগ করবে।

৩। ***জীবন, স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অধিকার ঃ*** প্রত্যেকের জীবন ধারণ, স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তা অধিকার রয়েছে।

৪। ***দাসত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার অধিকার ঃ*** কাউকে দাস হিসেবে কিংবা দাসত্বের বন্ধনে রাখা চলবে না। সকল প্রকার দাস-প্রথা ও দাস-ব্যবসা নিষিদ্ধ থাকবে।

৫। ***নির্যাতন ও অবমূল্যায়ন থেকে মুক্তির অধিকার ঃ*** কারো প্রতি নিষ্ঠুর, অমানুষিক বা অবমাননাকর আচরণ করা যাবে না। কাউকে নির্যাতন করা যাবে না। কাউকে নিষ্ঠুর অবমাননাকর অমানুষিক শাস্তি দেওয়া যাবে না।

৬। ***আইনের চোখে একজন ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার অধিকার ঃ*** আইনের কাছে প্রত্যেকেরই সর্বত্র ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি লাভের অধিকার থাকবে।

৭। ***আইনের দৃষ্টিতে সকলে সমান এবং আইনের আশ্রয় সমানভাবে পাওয়ার অধিকার ঃ*** আইনের কাছে সব মানুষ সমান। কোন রকম বৈষম্য ছাড়া আইন সব মানুষকে সমানভাবে রক্ষা করবে।

৮। ***উপযুক্ত আদালত থেকে বিচার পাওয়ার অধিকার ঃ*** যেসব কাজের ফলে সংবিধান বা অন্যান্য আইন দ্বারা প্রদত্ত মৌলিক অধিকারগুলো লংঘন করা হয় তার জন্য প্রত্যেক দেশে উপযুক্ত আদালত থেকে বিচার ও প্রতিকার লাভের অধিকার থাকবে।

৯। ***বেআইনী আটক ও বন্দীদশা থেকে মুক্তি লাভের অধিকার ঃ*** কাউকে খেয়াল খুশিমত গ্রেফতার বা আটক করা অথবা নির্বাসন দেয়া যাবে না।

১০। ***নিরপেক্ষ প্রকাশ্য শুনানীর অধিকার ঃ*** যদি কোন ফৌজদারী অভিযোগ আনা হয় তবে তাকে একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আদালতে প্রকাশ্য ও ন্যায়ভাবে শুনানী লাভের অধিকার দিতে হবে। এরকম আদালতে প্রকাশ্য ও ন্যায্য শুনানী ব্যতিত কাউকে শাস্তি বা দন্ড দেওয়া যাবে না।

১১। ***অপরাধ প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত নির্দোষ ব্যক্তির মত আচরণ পাওয়ার অধিকার ঃ*** একজন ব্যক্তির দন্ডযোগ্য অপরাধের অভিযুক্ত হলে যতক্ষণ না সে আইন অনুযায়ি আদালতের মাধ্যমে দোষী সাব্যস্ত হয় ততক্ষণ সে নির্দোষ ব্যক্তির মতো আচরণ পাওয়ার অধিকারী। আবার কাউকে এমন কোনো কাজের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না যে কাজ করার সময় আইন অনুযায়ি তা অপরাধ ছিল না কিন্তু তা করার পর আইনে তা অপরাধ হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। তাছাড়া অপরাধ করার সময় আইনে অপরাধের যে শাস্তি ছিল পরে যদি ওই শাস্তি বাড়ানো হয় তবে অপরাধ করার সময় আইনে যে শাস্তি ছিল অভিযুক্ত ওই শাস্তি পাবে। তার চেয়ে বেশী শাস্তি পাবে না।

১২। ***পরিবার, বাড়িতে এবং পত্র যোগাযোগের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার ঃ*** কারো ব্যক্তিগত গোপনীয়তা, পরিবার, বসতবাড়ী বা চিঠিপত্রের ব্যাপারে খেয়াল-খুশিমত হস্তক্ষেপ করা চলবে না।

১৩। ***স্বাধীনভাবে নিজের দেশের যেকোনো স্থানে যাওয়া ও বসতি স্থাপন এবং অন্য দেশে যাওয়া ও ফিরে আসার অধিকার ঃ*** প্রত্যেকের নিজের দেশের মধ্যে যে কোনো স্থানে যাওয়া আসা ও বসতি স্থাপন করার অধিকার থাকবে। তাছাড়া যে কেউ ইচ্ছা করলে নিজ দেশ বা অন্য কোন দেশ ছেড়ে চলে যেতে পারবে। আবার যদি সে নিজে দেশে প্রত্যাবর্তন করতে চায় তবে তাকে বাধা দেওয়া যাবে না।

১৪। ***অমানবিক যন্ত্রণা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অন্য দেশে রাজনৈতিক আশ্রয় পাওয়ার অধিকার ঃ*** প্রত্যেকের নিজ দেশে নির্যাতন এড়ানোর জন্য অন্য দেশে রাজনৈতিক আশ্রয়, প্রার্থনা ও লাভ করার অধিকার থাকবে। তবে অরাজনৈতিক অপরাধের ক্ষেত্রে এ ধরণের লাভের অধিকার নাও পাওয়া যেতে পারে।

১৫। **জাতীয়তা পাওয়া এবং পরিবর্তন করার অধিকার ঃ** প্রত্যেক মানুষের নিজ দেশে নাগরিকত্ব লাভ করার অধিকার থাকবে। কাউকে খেয়াল খুশি মতো নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। আবার কেউ তার নাগরিকত্ব পরিবর্তন করতে চাইলে তাকে বাধা দেওয়া যাবে না।

১৬। **বিয়ে করা এবং পরিবার গঠন করার অধিকার ঃ** প্রত্যেক নারী পুরুষের জাতিগত বাধা, জাতীয়তার বাধা অথবা ধর্মের বাধা ছাড়া বিয়ে করার ও পরিবার গঠন করার অধিকার থাকবে। বিয়ের ব্যাপারে, বিবাহিত অবস্থায় ও বিবাহ বিচ্ছেদকালে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার থাকবে।

১৭। **সম্পত্তির মালিক হওয়ার অধিকার ঃ** প্রত্যেকের একাকী ও যৌথভাবে সম্পত্তির মালিক হওয়ার অধিকার রয়েছে। এবং কাউকে খেয়াল খুশীমতো সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

১৮। **নিজস্ব বিশ্বাস ধর্মের স্বাধীনতার অধিকার ঃ** প্রত্যেকেরই চিন্তা, বিবেক ও ধর্মের স্বাধীনতার অধিকার রয়েছে, তাই প্রত্যেকের যেমন- নিজ ধর্ম ও বিশ্বাস পালন করার স্বাধীনতা রয়েছে তেমনি তা পরিবর্তনেরও অধিকার রয়েছে। প্রত্যেকে প্রকাশ্যে বা গোপনে নিজ ধর্ম বা বিশ্বাস শিক্ষাদান ও প্রচার করতে পারবে।

১৯। **মতামত দেয়া ও তথ্য পাওয়ার স্বাধীনতার অধিকার ঃ** প্রত্যেকের মতামত পোষণ করা ও প্রকাশ করার অধিকার আছে। এক্ষেত্রে কোনো হস্তক্ষেপ করা যাবে না। এছাড়া প্রত্যেক রাষ্ট্রীয় সীমার মধ্যে ও বাইরে তথ্য ও মতামত সন্ধান করা ও গ্রহণ করা ও জানাতে পারবে।

২০। **শান্তিপূর্ণভাবে সমাবেশ ও সংগঠন করার অধিকার ঃ** প্রত্যেকের শান্তিপূর্ণভাবে সমাবেশ করা ও সংঘ গঠন করার অধিকার আছে। তবে কাউকে কোন সংঘভূক্ত হতে বাধ্য করা যাবে না।

২১। মুক্ত নির্বাচন ও সরকারে অংশগ্রহণের অধিকার ঃ প্রত্যেকের প্রত্যক্ষ ও অবাধ নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্বাচনের মাধ্যমে সরকারে অংশগ্রহণের অধিকার রয়েছে। তাছাড়া নিজ দেশের সরকারী চাকুরী লাভের ক্ষেত্রে প্রত্যেকে সমান সুযোগ লাভের অধিকারী।

২২। সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার ঃ সমাজের সদস্য হিসেবে প্রত্যেকেরই সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার রয়েছে। এজন্য জাতীয় প্রচেষ্টা ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা লাভের মাধ্যমে নিজ রাষ্ট্রে সংগঠন ও স্ব-পদ অনুযায়ি প্রত্যেকেরই তার মর্যাদা ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য অপরিহার্য অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারগুলো ভোগ করবে।

২৩। কাঙ্খিত কাজ পাওয়া ও ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার ঃ প্রত্যেকের কাজ করার ও চাকুরী পছন্দ করার অধিকার রয়েছে। তাছাড়া প্রত্যেকের কাজের জন্য ন্যায্য ও অনুকূল পরিবেশ/ অবস্থা লাভ করার ও বেকারত্ব থেকে রক্ষা পাওয়ার অধিকার আছে। প্রত্যেকে সমান সমান কাজের জন্য সমান সমান মজুরী পাবে। প্রত্যেকের নিজ স্বার্থ রক্ষা করার জন্য শ্রমিক ইউনিয়ন গঠন ও এতে যোগদানের অধিকার রয়েছে।

২৪। অবসর ও বিশ্রাম পাওয়ার অধিকার ঃ প্রত্যেকেরই বিশ্রাম ও অবসর বিনোদনের অধিকার আছে। কাজের সময়ের যুক্তিসংগত সীমা ও বেতনসহ নৈমিত্তিক ছুটি এ অধিকারের অন্তর্ভূক্ত।

২৫। পর্যাপ্ত জীবন-যাত্রার/ স্বয়ং সম্পূর্ণ মানের অধিকার ঃ খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় সেবামূলক কাজের সুবিধা লাভের মাধ্যমে প্রত্যেকের নিজের ও নিজের পরিবারের স্বাস্থ্য কল্যাণের জন্য উপযুক্ত জীবন-যাত্রার মানের অধিকার আছে। বেকারত্ব, পীড়া, অক্ষমতা, বৈধব্য, বার্ধক্য অথবা অন্যান্য অনিবার্য কারণে জীবন-যাপনে অন্যান্য অপারগতার ক্ষেত্রে নিরাপত্তার অধিকার থাকবে, মাতৃত্ব ও শিশু অবস্থায় প্রত্যেকে বিশেষ যত্ন ও সহায়তা ভোগ করবে। প্রত্যেক শিশুর অভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা ভোগ করবে তাই সে বৈবাহিক বন্ধনের ফলে বা বৈবাহিক বন্ধন ছাড়া জন্মগ্রহণ করুক।

২৬। শিক্ষার অধিকার ঃ প্রত্যেকের শিক্ষা লাভের অধিকার আছে। অন্ততঃ পক্ষে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক হবে। কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে। উচ্চতর শিক্ষা মেধার ভিত্তিতে সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ এবং মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ দৃঢ় করা।

২৭। সাংস্কৃতিক জীবনে অবাধে অংশগ্রহণের অধিকার ঃ প্রত্যেকের গোষ্ঠীগত সাংস্কৃতিক জীবনে অবাধে অংশগ্রহণ করা ও শিল্প চর্চা করার অধিকার রয়েছে।

২৮। মানবাধিকার রক্ষাকল্পে আন্তর্জাতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার নিশ্চয়তা ঃ প্রত্যেকে এমন একটি সামাজিক ও আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার অধিকারী যেখানে এই ঘোষণাপত্রে উল্লেখিত অধিকার ও স্বাধীনতাগুলো পূর্ণভাবে আদায় করা যায়।

২৯। অপরের অধিকার ও স্বাধীনতার প্রতি অস্বীকৃতি ও অশ্রদ্ধা প্রকাশ না করে এই অধিকারগুলো ভোগ করার নিশ্চয়তা ঃ নিজের অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগ করার সময় প্রত্যেকের মনে রাখতে হবে যে, তাতে যেন অন্যের অধিকার ও স্বাধীনতাগুলো খর্ব না হয় বা এ বিষয়ে কোনো অশ্রদ্ধা বা অস্বীকৃতি প্রকাশ না পায়, অধিকন্তু একটি গণতান্ত্রিক সমাজে নৈতিকতা, গণশৃংখলা ও সর্ব সাধারণের কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখে এবং আইন মান্য করেই প্রত্যেকে তার অধিকার ও স্বাধীনতা প্রয়োগ করবে।

৩০। উপরিউক্ত অধিকারগুলোর ব্যাপারে রাষ্ট্র, দল ও ব্যক্তির হস্তক্ষেপ না করা ঃ এই ঘোষণার ব্যাখা করার ক্ষেত্রে এর অন্তর্ভূক্ত কোনো অধিকার বা স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করার অধিকার কোনো রাষ্ট্র, দল বা ব্যক্তি বিশেষের আছে এমন ধারণা করার মতো কোনো ব্যাখ্যা দেয়া চলবে না।

বৈষম্য

মানবাধিকার এর স্বীকৃতি, ভোগ ও চর্চার ক্ষেত্রে যে পার্থক্য করা হয় বা বাধা দেওয়া হয় বা বাদ দেওয়া হয় যার ফলে মানুষ দূর্বল বা ক্ষতিগ্রস্থ হয়, তাকে বলে বৈষম্য। আমাদের দেশে বিভিন্ন ধরনের বৈষম্য দেখা যায় । যেমন - নারীর প্রতি বৈষম্য, সংখ্যালঘুদের প্রতি বৈষম্য, নারী পুরুষের মুজুরী বৈষম্য, কর্মক্ষেত্রে বৈষম্য ইত্যাদি।

একটি জরীপে দেখা যায় যে, অন্ত্যজ জনগোষ্ঠী সমাজের মুলস্রোত থেকে অনেক পিছিয়ে। সামাজিক অবহেলা , ঘৃণা, যথাযথ কাজের স্বীকৃতি না পাওয়ার কারণে এ জনগোষ্ঠী তাদের মেধা ও প্রতিভা বিকাশের সুযোগ থেকে বঞ্চিত। জাতি, বর্ণ, পেশা ও শ্রেণীভিত্তিক বিভেদ যদিও সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত নয় কিন্ত সেটা প্রকাশ্যে ও অগোচরে আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় অনুশীলন হচ্ছে। এ দেশের সমাজ কাঠামোর ক্ষেত্রে জাতি, বর্ণ, পেশা ও শ্রেণীভিত্তিক বৈষম্যর কারণে সবচেয়ে বেশী অধিকার বঞ্চিত ও ক্ষতিগ্রস্থ হয় অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের মানুষ। এ বিষয়গুলি আমাদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে উন্নয়নের ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাড়িয়েছে।

পারিবারিক নির্যাতন

নারীর মধ্যে সব সময়ই এই আশংকা থাকে যে, যেকোন সময়ে যেকোন বয়সে যেকোন স্থানে যেকোন রূপে সে নির্যাতনের শিকার হতে পারে। তার এই সকল সময়ের নিরাপত্তা বোধের অভাবই প্রকৃত অর্থে নারী নির্যাতন। এই নির্যাতনের মূলতঃ তিনটি ক্ষেত্র হচ্ছে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র।

পারিবারিক পর্যায়ে কিংবা পারিবারিক সম্পর্কের গন্ডির মধ্যে সংঘটিত নির্যাতনগুলোকে পারিবারিক নির্যাতন বলে অভিহিত করা যায়। পরিবারের একজন সদস্য কর্তৃক পরিবারের অপর কোন সদস্যের প্রতি সহিংস আচরণ বা ক্ষমতার অপব্যবহারকে পারিবারিক নির্যাতন বা Domestic violence বলে। পারিবারিক নির্যাতন এমন একটি অপরাধ যা নিয়ে কখনও তেমনভাবে ভাবা হয় না, যা পরিবারের একটি ক্রিয়া বা পারিবারিক ব্যাপার বলেই ধরে নেয়া হয়, যা নিয়ে তেমন কোন আলোচনাও সংঘটিত হয় না।

পারিবারিক নির্যাতনকে এদেশে এখনও পারিবারিক বা ব্যক্তিগত বিষয় হিসেবে গন্য করা হয় বলে এ বিষয়ে বেশি কথা বলতে কেউ আগ্রহী হয় না। নারী পরিবারের বাইরের কারো দ্বারা আক্রান্ত হলে পরিবার ও সমাজের লোকজন যেভাবে সহযোগিতা ও সহমর্মিতার হাত বাড়িয়ে দিতে আসে পরিবারের কারো দ্বারা নির্যাতিত হলে তেমনটি কেউ আসে না। কেননা মানুষ ভাবে কারো ব্যক্তিগত ব্যাপারে প্রতিবেশীদের নাক গলানো উচিত নয়। সামান্য ভুলের কারণে স্বামী-শাশুড়ির নির্যাতনকে নারীর প্রাপ্য হিসেবে মেনে নেওয়া হয়। কারণ এই ব্যবহার সহ্য করাটাই নারীর মহত্বের লক্ষণ বলে সমাজ শিখিয়েছে। হত্যা, ধর্ষণ বা মারাত্মক জখমের মত ঘটনা না হলে এই নির্যাতনের খবর ঘরের বাইরে প্রকাশ পায় না বলে পারিবারিক ক্ষেত্রে সংঘটিত অত্যাচার, নির্যাতনের পূর্ণাঙ্গ রূপ আমরা কখনই জানতে পারি না।

পারিবারিক নির্যাতন হতে পারে দৈহিক নির্যাতন (যেমন- মারধোর, চর-থাপ্পড়, লাথি মারা) মানসিক নির্যাতন (যেমন- বকাঝকা, গালিগালাজ, অপমান, হুমকি, চলাফেরায় বাঁধা) যৌন নির্যাতন (যেমন- জোড়পূর্বক বা অনিচ্ছাকৃত যৌন কর্মে বাধ্য করা, যৌন হয়রানী ইত্যাদি)। এছাড়াও পারিবারিক নির্যাতনের একটি অর্থনৈতিক রূপও রয়েছে। যেমন- টাকা-পয়সা প্রদান না করা। আবার অন্যান্য উপায়েও পারিবারিক নির্যাতন চালানো হয় যেমন- প্রয়োজনীয় খাবার, বিশ্রাম বা বিনোদনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা।

পারিবারিক নির্যাতন একটি নিত্য নৈমিত্তিক বিষয় যা নিয়ে কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হয় না। পুরুষের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব এবং আগ্রাসী মনোভাব, সামাজিক-সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ, নারীর পরিবর্তনশীলতা, বৈবাহিক সম্পর্কে অসমতা, যৌতুক, বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ বা বহুগামিতা, স্ত্রীর তথাকথিত ভুল-ত্রুটির সংশোধন এবং ক্রম-বর্ধমান দারিদ্র ও দ্বন্দ্ব সংঘাত ইত্যাদি বিষয়গুলোই পারিবারিক নির্যাতনের কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকে।

পারিবারিক নির্যাতনের ফলে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সম্প্রীতি বা সম্পর্কের টানাপোড়েন তৈরী হয়। এটি নারী-পুরুষের স্বাভাবিক সম্পর্ককে ক্ষতিগ্রস্থ করে এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ নষ্ট করে। নির্যাতিতা নারীর জীবনে বিকশিত হওয়া বা সমাজের কল্যাণে অবদান রাখা তো দূরের কথা, তার নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখাই কঠিন হয়ে দাড়ায়। পারিবারিক নির্যাতন নারীর কর্ম উদ্দীপনাকে স্তিমিত করে। ধীরে ধীরে নারীর কর্মস্পৃহা, সৃজনশীলতা ও উদ্যম বিলীন হতে থাকে যা তার ক্ষমতায়নের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এভাবে পারিবারিক নির্যাতন একাধারে নারী, শিশু, পরিবার ও সমাজের স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্থ করে।

পারিবারিক নির্যাতন এদেশের সবচেয়ে ব্যাপক নির্যাতনের ঘটনা হলেও এ বিষয়ে আলাদা বা সুনির্দিষ্ট কোন আইন নেই। যৌতুক জনিত নির্যাতন বা বিবাহ বিচ্ছেদ জাতীয় দু-একটি বিষয় ছাড়া পারিবারিক নির্যাতনের জন্য কোন সুনির্দিষ্ট আইন নেই। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী স্বামী কর্তৃক স্ত্রী নির্যাতনের ঘটনা মারাত্মক পর্যায়ে না পৌঁছালে অর্থাৎ সাধারণ মারধোরের ঘটনাকে স্বামী-স্ত্রীর ব্যক্তিগত বিষয় হিসেবে গন্য করে মামলা নেয় না। কারণ পারিবারিক নির্যাতন হত্যা কিংবা মারাত্মক সহিংসতায় না গড়ালে তা এদেশের প্রচলিত আইনের আওতায় পড়ে না। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধে বিশেষ আইন প্রণয়ন সময়ের দাবী হয়ে দাড়িয়েছে।

নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ (সিডও)

➢ ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র গ্রহণ ও জারী করে। এই ঘোষণায় বর্ণিত অধিকার নারী ও পুরুষভেদে সকল মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু দেখা যায় এই ঘোষণায় নারীর বিশেষ কিছু অধিকার উপেক্ষিত হয়েছে যা কেবলমাত্র নারীর জন্য প্রযোজ্য।

➢ মানবাধিকারের ঘোষণায় নারীর এ সকল অধিকার উপেক্ষিত হওয়ার কারণে তারা নির্যাতিত ও বঞ্চিত হচ্ছে তাদের অধিকার থেকে। নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা, তাদের অগ্রগতি এবং উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতিসংঘ ১৯৭৫ সালকে ***'বিশ্ব নারী বর্ষ'*** হিসাবে ঘোষণা করে।

➢ এ সময় নারীর উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য বিশ্বব্যাপী বাস্তবসম্মত কাজের পরিকল্পনা গ্রহণ ও কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়। কিন্তু নারী বর্ষ শেষে দেখা গেল নারীর উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য এক বছর সময় খুবই কম। এই উপলব্ধির পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭৬-১৯৮৫ সাল পর্যন্ত এই এক দশক কালকে নারী উন্নয়ন দশক ঘোষণা করা হয়। এই উন্নয়ন কর্মসূচীর ফলশ্রুতিতে নারী ও পুরুষের মধ্যে বিরাজমান সকল প্রকার বৈষম্য দূর করে সম অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৭৯ সালে ১৮ ডিসেম্বর "নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ" গৃহীত হয়।

➢ ১৯৮০ সালের ১লা মার্চ সনদে সাক্ষর শুরু হয়।

➢ ১৯৮১ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর থেকে এ সনদ কার্যকর হয়।

➢ বাংলাদেশ ১৯৮৪ সালে সিডো সনদ স্বাক্ষর ও অনুমোদন করেন।

➢ বাংলাদেশ স্বাক্ষরের সময় সনদের অনুঃ ২ও ১৩(ক) ও অনুঃ ১৬ (গ) (চ) সংরক্ষণ রেখেছিল।

➢ পরবর্তীতে ২ এবং ১৬ (গ) সংরক্ষিত রেখে বাকী অনুচ্ছেদগুলো থেকে সংরক্ষণ তুলে নেয়া হয়।

➢ এই সনদে মোট ৩০টি অনুচ্ছেদ আছে। এই অনুচ্ছেদগুলোর মধ্যে ৩-১৬ পর্যন্ত মোট ১৪টি নারীর অধিকার সংক্রান্ত এবং বাকীগুলো এর কর্মপন্থা ও দায়িত্ব সংক্রান্ত।

সিডও সনদের ১-১৬ অনুচ্ছেদগুলো ধারাবাহিকভাবে নিম্নে উলেখ করা হল ঃ

ধারা-১

এই সনদে, "নারীর প্রতি বৈষম্য" বলতে বুঝাবে পুরুষ-নারী ভিত্তিতে যে কোনো পার্থক্য, বঞ্চনা অথবা বিধিনিষেধ যার মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নাগরিক অথবা অন্য যে কোনো ক্ষেত্রে মৌলিক স্বাধীনতা স্বীকার করে নেয়া, তা ভোগ করা অথবা বৈবাহিক অবস্থা নির্বিশেষে, পুরুষ ও নারীর সমতার ভিত্তিতে নারীর দ্বারা তার ব্যবহার বা চর্চা ক্ষতিগ্রস্থ অথবা রদ করার মত প্রভাব বা উদ্দেশ্য রয়েছে।

ধারা-২

সিডও সনদে শরীক রাষ্ট্রসমূহ নারীর প্রতি সকল প্রকারের বৈষম্যর নিন্দা করে এবং উপযুক্ত সকল উপায় ও অবিলম্বে নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণের একটি নীতি অনুসরণে সম্মত হয়। এই লক্ষ্যে তারা যা যা করবে বলে অঙ্গীকার করে, তা হচ্ছে ঃ

(ক) পুরুষ ও নারীর সমতার নীতি তাদের জাতীয় সংবিধান অথবা অন্য কোনো উপযুক্ত আইনে ইতিমধ্যেই অন্তর্ভূক্ত না হয়ে থাকলে তা অন্তর্ভূক্ত করা এবং আইনের মাধ্যমে ও অন্যান্য উপযুক্ত উপায়ে এই নীতির প্রকৃত বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা;

(খ) নারীর প্রতি সকল ধরণের বৈষম্য নিষিদ্ধ করে উপযুক্ত ক্ষেত্রে আইন মানতে বাধ্য করার ব্যবস্থাসহ যথোপযুক্ত আইনগত ও অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(গ) পুরুষের সঙ্গে সমতার ভিত্তিতে নারীর অধিকারসমূহের সুরক্ষা আইনগতভাবে প্রতিষ্ঠা করা এবং উপযুক্ত জাতীয় আদালত ও অন্যান্য সরকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যে কোনো বৈষম্য থেকে নারীকে রক্ষা কার্যকরভাবে নিশ্চিত করা;

(ঘ) নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক যে কোনো কর্মকান্ডে নিয়োজিত হওয়া থেকে বিরত থাকা এবং সরকারি কর্তৃপক্ষ ও প্রতিষ্ঠানসমূহ যাতে এই দায়িত্ব অনুসারে কাজ করে তা নিশ্চিত করা;

(ঙ) কোন ব্যক্তি, সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান যাতে নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করতে না পারে তা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সকল উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
(চ) প্রচলিত যেসব আইন, বিধি, প্রথা ও অভ্যাস নারীর প্রতি বৈষম্য সৃষ্টি করে, সেগুলো পরিবর্তন অথবা বাতিল করার উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়নসহ সকল উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
(ছ) যে সব জাতীয় দন্ড বিধান নারীর প্রতি বৈষম্য সৃষ্টি করে সেগুলো বাতিল করা।

ধারা-৩

পুরুষের সঙ্গে সমতার ভিত্তিতে মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকারসমূহ প্রয়োগ ও ভোগে নারীকে নিশ্চয়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে এবং নারীর পূর্ণ উন্নয়ন ও অগ্রগতি নিশ্চিত করা লক্ষ্যে, শরীক রাষ্ট্রসমূহ সকল ক্ষেত্রে বিশেষ করে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আইন প্রণয়নসহ সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ধারা-৪

১। পুরুষ ও নারীর মধ্যে প্রকৃত প্রস্তাবে সমতা ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে শরীক রাষ্ট্রসমূহ কোনো অস্থায়ী বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে তা এই সনদে বর্ণিত সংজ্ঞা অনুযায়ী বৈষম্য হিসাবে বিবেচনা করা হবে না, তবে এসব ব্যবস্থা গ্রহণ কোনোভাবেই অসম পৃথক মান বজায় রাখার ফল হিসাবে যুক্ত হবে না; সুযোগ ও আচরণের সমতার লক্ষ্যে অর্জিত হলে এসব ব্যবস্থা রহিত করা হবে।
২। শরীক রাষ্ট্রসমূহ মাতৃত্ব রক্ষার লক্ষ্যে এই সনদে বর্ণিত ব্যবস্থাসহ কোনো বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে তা বৈষম্যমূলক বলে বিবেচিত হবে না।

ধারা-৫

শরীক রাষ্ট্রসমূহ নিচে যেসব বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলোর জন্য সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে ঃ
(ক) পুরুষ ও নারীর মধ্যে কেউ উৎকৃষ্ট অথবা কেউ নিকৃষ্ট, এই ধারণার ভিত্তিতে কিংবা পুরুষ ও নারীর চিরাচরিত ভূমিকার ভিত্তিতে যে সব কুসংস্কার প্রথা ও অভ্যাস গড়ে উঠেছে সেগুলো দুর করার লক্ষ্যে পুরুষ ও নারীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আচরণের ধরণ পরিবর্তন করা;
(খ) মাতৃত্বকে একটি সামাজিক কাজ হিসাবে যথাযথভাবে বিবেচনা এবং সকল ক্ষেত্রে শিশুদের স্বার্থই মূল বিবেচ্য বিষয় এ কথা স্মরণ রেখে সন্তান-সন্ততির লালন-পালন ও উন্নয়নে পুরুষ ও নারীর অভিন্ন দায়িত্বের স্বীকৃতির বিষয় যাতে পারিবারিক শিক্ষায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়, তা নিশ্চিত করা।

ধারা-৬

শরীক রাষ্ট্রসমূহ নারীকে নিয়ে সব ধরনের অবৈধ ব্যবসা এবং দেহ ব্যবসার আকারে নারীর শোষণ দমন করার লক্ষ্যে আইন প্রণয়নসহ সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ধারা-৭

শরীক রাষ্ট্রসমূহ দেশের রাজনৈতিক ও জন জীবনে নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণে সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং বিশেষ করে পুরুষের সমান শর্তে যে সব ক্ষেত্রে নারীর অধিকার নিশ্চিত করবে সেগুলো হচ্ছে ঃ

(ক) সকল নির্বাচন ও গণভোটে ভোটদান এবং জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সংস্থা সমূহের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় উপযুক্ত বিবেচিত হওয়া;

(খ) সরকারী নীতি প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ এবং সরকারী পদে অধিষ্ঠিত হওয়া ও সরকারের সকল পর্যায়ে সরকারী কাজ-কর্ম সম্পাদন;

(গ) দেশের জনজীবন ও রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে সংশিষ্ট বেসরকারী সংস্থা ও সমিতি সমূহের কাজে অংশগ্রহণ।

ধারা-৮

শরীক রাষ্ট্রসমূহ পুরুষের সঙ্গে সমান শর্তে এবং কোনো রকম বৈষম্য ছাড়াই নারীর জন্য আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিজ নিজ সরকারের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের কাজ-কর্মে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ধারা-৯

১। শরীক রাষ্ট্রসমূহ জাতীয়তা অর্জন, পরিবর্তন অথবা তা বজার রাখতে নারীকে পুরুষের মতই সমান অধিকার প্রদান করবে। রাষ্ট্রসমূহ বিশেষ করে নিশ্চিত করবে যে, একজন বিদেশীর সঙ্গে বিবাহ অথবা বিবাহ চলাকালে স্বামীর জাতীয়তা পরিবর্তনের ফলে স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবে স্ত্রীর জাতীয়তা পরিবর্তিত হবে না। তাঁকে জাতীয়তাহীন করবে না অথবা স্বামীর জাতীয়তা গ্রহণে তাঁকে বাধ্য করা হবে না।

২। শরীক রাষ্ট্রসমূহ নারীকে তাঁর সন্তান-সন্ততির জাতীয়তার ক্ষেত্রে পুরুষের মতই সমান অধিকার প্রদান করবে।

ধারা-১০

শিক্ষা ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে, বিশেষ করে পুরুষ ও নারীর সমতার ভিত্তিতে যেসব বিষয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শরীক রাষ্ট্রসমূহ নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণের জন্য সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। সেগুলো হচ্ছে-

(ক) কর্মজীবন ও বৃত্তিমূলক নির্দেশনা, পল্লী ও শহরাঞ্চলে সকল ধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণ ও ডিপ্লোমা লাভের সুযোগের জন্য একই শর্তাবলী; স্কুল-পূর্ব, সাধারণ, কারিগরী, পেশাগত ও উচ্চতর কারিগরী শিক্ষা, সেই সাথে সকল ধরণের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণে এই সমতা নিশ্চিত করা;

(খ) সহশিক্ষা এবং পুরুষ ও নারীর ভূমিকা সম্পর্কিত চিরাচরিত ধারণ দূরীকরণের লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক অন্য ধরণের শিক্ষা উৎসাহিত করার মাধ্যমে, বিশেষ করে পাঠ্যপুস্তক ও বিদ্যালয় কর্মসূচী সংশোধন এবং উপযুক্ত শিক্ষা পদ্ধতি গ্রহণের মাধ্যমে সকল পর্যায়ে এবং সকল ধরণের শিক্ষায় পুরুষ ও নারীর ভূমিকা সম্পর্কিত চিরাচরিত যে কোনো ধারণা দূরীকরণ;

(গ) বৃত্তি এবং অন্যান্য শিক্ষা মঞ্জুরী থেকে লাভবান হওয়ার একই সুযোগ প্রদান;

(ঘ) বয়স্ক ও কর্মমূলক শিক্ষা কর্মসূচীসহ শিক্ষা অব্যাহত রাখার কর্মসূচী, বিশেষ করে পুরুষ ও নারীর মধ্যে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজমান যে কোনো দূরত্ব সম্ভব সময়ের মধ্যে কমিয়ে আনার লক্ষ্যে প্রণীত কর্মসূচীতে সুযোগ লাভের একই সুবিধা প্রদান;

(ঙ) ছাত্রীদের বিদ্যালয় ত্যাগের হার কমানো এবং যেসব বালিকা ও মহিলা নির্দিষ্ট সময়ের আগেই বিদ্যালয় ত্যাগ করেছেন তাদের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচীর আয়োজন;

(চ) খেলাধূলা ও শারীরিক শিক্ষায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের জন্য একই সুযোগ প্রদান;

(ছ) পরিবারের স্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কিত তথ্য ও পরামর্শসহ নির্দিষ্ট শিক্ষামূলক তথ্য পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি।

ধারা-১১

১। পুরুষ ও নারীর সমতার ভিত্তিতে তাদের একই অধিকার, বিশেষ করে নিম্নে বর্ণিত অধিকারসমূহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সর্ব প্রকার নিয়োগ দানের ক্ষেত্রে শরীক রাষ্ট্রসমূহ নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণের জন্য সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে: ক) সকল মানুষের মৌলিক কর্মসংস্থানের অধিকার;

খ) কর্মে নিয়োগের ক্ষেত্রে একই বাছাই মান প্রয়োগসহ একই নিয়োগ সুবিধা পাওয়ার অধিকার;

গ) পেশা ও চাকুরী স্বাধীনভাবে বেছে নেয়ার অধকার; পদোন্নতি, চাকুরীর নিরাপত্তা এবং চাকুরীর সকল সুবিধা ও শর্ত ভোগ করার অধিকার এবং শিক্ষানবীস হিসেবে প্রশিক্ষণ, উচ্চতর বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও পুনঃপ্রশিক্ষণ গ্রহণের অধিকার;

ঘ) বিভিন্ন সুযোগ সুবিধাসহ সমান পারিশ্রমিক, একই মানের কাজের ক্ষেত্রে একই আচরণ, সেই সাথে কাজের মান মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সমান আচরণ পাওয়ার অধিকার;

ঙ) বিশেষ করে অবসর গ্রহণ, বেকারত্ব, অসুস্থতা, অক্ষমতা ও বার্ধক্য এবং কাজ করার অন্যান্য অক্ষমতার ক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার এবং সেই সাথে সচেতন ছুটি ভোগের অধিকার;

চ) সন্তান জন্মদান প্রক্রিয়া নিরাপদ রাখাসহ স্বাস্থ্য রক্ষা এবং কাজের পরিবেশে নিরাপত্তার অধিকার।

২। বিবাহ অথবা মাতৃত্বের কারণে নারীর প্রতি বৈষম্য রোধ এবং তাদের কাজ করার কার্যকর অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শরীক রাষ্ট্রসমূহ যে সকল বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, সেগুলো হচ্ছে-

ক) গর্ভধারণ অথবা মাতৃত্ব সংক্রান্ত ছুটির কারণে বরখাস্ত এবং বৈবাহিক অবস্থার ভিত্তিতে বরখাস্ত করার ক্ষেত্রে বৈষম্য নিষিদ্ধ করা;

খ) বেতনসহ ছুটি অথবা পূর্বেকার চাকুরী, জ্যেষ্ঠতা অথবা সামাজিক ভাতাদি না হারিয়ে তুলনাযোগ্য সামাজিক সুবিধাদিসহ মাতৃত্ব সংক্রান্ত ছুটি প্রবর্তন করা;

গ) বিশেষ করে একটি শিশু পরিচর্যা সুবিধা নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নের মাধ্যমে, পিতা-মাতাদেরকে তাদের কাজের দায়িত্বের সঙ্গে পারিবারিক দায়িত্ব সংযুক্ত করে নাগরিক জীবনে অংশগ্রহণে সক্ষম করে তোলার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সহায়ক সামাজিক সার্ভিসের ব্যবস্থা উৎসাহিত করা;

ঘ) গর্ভাবস্থায় যে ধরণের কাজ নারীর জন্য ক্ষতিকর বলে প্রমাণিত, গর্ভকালে তাঁদেরকে সে ধরণের কাজ থেকে বিশেষভাবে রক্ষার ব্যবস্থা করা।

৩। এই ধারায় বর্ণিত বিষয়াদি সম্পর্কে রক্ষামূলক আইন, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত জ্ঞানের আলোকে সময় সময় পর্যালোচনা করা হবে এবং প্রয়োজনমত সংশোধন, বাতিল অথবা সম্প্রসারণ করা হবে।

ধারা-১২

১। পুরুষ ও নারীর সমতার ভিত্তিতে, পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কিত সার্ভিসসহ স্বাস্থ্য পরিচর্যামূলক সার্ভিস পাওয়ার সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শরীক রাষ্ট্রসমূহ স্বাস্থ্য সেবার ক্ষেত্রে নারীর প্রতি বৈষম্য দূর করার জন্য সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২। একই ধারার অনুচ্ছেদ-১ এর বিধান ছাড়াও শরীক রাষ্ট্রসমূহ প্রয়োজনের ক্ষেত্রে বিনামূল্যে সার্ভিস প্রদান করে সেই সাথে গর্ভাবস্থায় ও শিশুকে মায়ের দুগ্ধদান চলাকালে পর্যাপ্ত পুষ্টির ব্যবস্থা করে গর্ভাকাল, সন্তান জন্মদানের ঠিক আগে এবং সন্তান জন্মদানের পরে মহিলাদের উপযুক্ত সার্ভিস প্রদান নিশ্চিত করবে।

ধারা-১৩

শরীক রাষ্ট্রসমূহ পুরুষ ও নারীর সমতার ভিত্তিতে একই অধিকার বিশেষ করে নিম্নলিখিত অধিকারসমূহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের অপরাপর ক্ষেত্রে নারীর প্রতি বৈষম্য দূর করার জন্য সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে:

ক) পারিবারিক কল্যাণের অধিকার;

খ) ব্যাংক ঋণ, বন্ধক ও অন্যান্য আর্থিক ঋণ গ্রহণের অধিকার;

গ) বিনোদনমূলক কর্মকান্ড, খেলাধূলা ও সাংস্কৃতিক জীবনের সকল বিষয়ে অংশগ্রহণের অধিকার।

ধারা-১৪

১। শরীক রাষ্ট্রসমূহ পল্লী এলাকার মহিলারা যে সব বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন হন, সেগুলো এবং দৈনন্দিন জীবনে তাঁদের যেসব কাজ উপার্জন হিসাবে গণ্য করা হয় না সেসব কাজ এবং পরিবারের অর্থনৈতিক কার্যক্রমে তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ যেসব ভূমিকা পালন করেন সেগুলো বিবেচনা করবে এবং পল্লী এলাকার নারীদের জন্য এই সনদের বিধান প্রয়োগ নিশ্চিত করতে সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২। শরীক রাষ্ট্রসমূহ পুরুষ ও নারীর সমতার ভিত্তিতে পল্লী উন্নয়ন কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণ ও তা থেকে তাঁদের কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পল্লী এলাকায় নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণে সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং বিশেষ করে এসব নারীর জন্য নিম্নলিখিত অধিকারসমূহ নিশ্চিত করবে।

ক) সকল পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্প্রসারণ ও বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ করা;

খ) পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে তথ্য, পরামর্শ ও সেবা লাভসহ পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য সেবা সুবিধা লাভের সুযোগ পাওয়া;

গ) সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী থেকে সরাসরি লাভবান হওয়া;

ঘ) কর্মসংস্থান অথবা স্ব-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সুবিধাদি লাভের সমান সুযোগ পাওয়ার উদ্দেশ্যে স্ব-সাহায্য গ্রুপ ও সমবায় সংগঠিত করা;

ঙ) সকল সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করা;

চ) কৃষি ঋণ ও অন্যান্য ঋণ, বাজারজাতকরণ সুবিধা ও উপযুক্ত প্রযুক্তি লাভের সুযোগ পাওয়া এবং ভূমি ও কৃষি সংস্কার ও সেই সাথে ভূমি পুণর্বন্টন স্কীমের ক্ষেত্রে সমান অধিকার লাভ করা;

ছ) বিশেষ করে গৃহায়ন, পয়ঃনিষ্কাশন, বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ, পরিবহন ও যোগাযোগ ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত বসবাস সুবিধা ভোগ করা।

ধারা-১৫

১। শরীক রাষ্ট্রসমূহ আইনের দৃষ্টিতে নারী ও পুরুষকে সমপক্ষ হিসাবে বিবেচনা করবে।

২। শরীক রাষ্ট্রসমূহ বিভিন্ন নাগরিক বিষয়ে নারীকে পুরুষের বৈধ ক্ষমতার অনুরূপ ক্ষমতা প্রদান করবে এবং সেই ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য একই সুযোগ দেবে। বিশেষ করে রাষ্ট্রসমূহ নারীকে চুক্তি সম্পাদনে ও সম্পত্তি দেখাশোনার সমান অধিকার দেবে এবং আদালত ও ট্রাইব্যুনালে কার্যক্রমের সকল স্তরে তাঁদের সঙ্গে সমান আচরণ করবে।

৩। শরীক রাষ্ট্রসমূহ নারীর বৈধ ক্ষমতা সংকুচিত করার লক্ষ্যে প্রণীত আইন ভিত্তিক সকল চুক্তি ও যে কোনো ধরণের ব্যক্তিগত দলিল বাতিল করবে

৪। শরীক রাষ্ট্রসমূহ সকল নাগরিকের চলাচল এবং আবাসস্থল ও বসতি স্থাপন বেছে নেয়ার ব্যাপারে তাদের স্বাধীনতা সম্পর্কিত আইনের ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীকে সমান অধিকার দেবে।

ধারা-১৬

১। শরীক রাষ্ট্রসমূহ বিবাহ ও পারিবারিক সম্পর্ক বিষয়ক সকল ক্ষেত্রে নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণে সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং পুরুষ ও নারীর সমতার ভিত্তিতে বিশেষ করে যেসব বিষয় নিশ্চিত করবে, সেগুলো হচ্ছে ঃ

ক) বিবাহে আবদ্ধ হওয়ার জন্য একই অধিকার;

খ) স্বাধীনভাবে স্বামী/স্ত্রী হিসেবে সঙ্গী বেছে নেয়ার এবং তাঁদের স্বাধীন ও পূর্ণ সম্মতিতে বিবাহে আবদ্ধ হওয়ার জন্য একই অধিকার;

গ) বিবাহ এবং এর বিচ্ছেদকালে একই অধিকার ও দায়িত্ব;

ঘ) তাঁদের বৈবাহিক অবস্থা নির্বিশেষে তাঁদের সন্তান-সন্ততির বিষয়ে পিতা-মাতা হিসেবে একই অধিকার ও দায়িত্ব; সকল ক্ষেত্রে শিশুদের স্বার্থই হবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়;

ঙ) তাঁদের সন্তান সংখ্যা কত হবে ও সন্তান জন্মদানে কতটা বিরতি দেয়া হবে সে বিষয়ে স্বাধীনভাবে ও দায়িত্বের সঙ্গে সিদ্ধান্তগ্রহণ এবং বিভিন্ন অধিকার প্রয়োগে সক্ষমতা অর্জনের জন্য তথ্য, শিক্ষা ও উপায় লাভের একই অধিকার;

চ) অভিভাবকত্ব, প্রতিপালকত্ব, ট্রাস্টিশীপ ও পোষ্যসন্তান গ্রহণ অথবা অনুরূপ ক্ষেত্রে যেখানে জাতীয় আইনে এসব ধারণা বিরাজমান, একই অধিকার ও দায়িত্ব; সকল ক্ষেত্রে শিশুদের স্বার্থই হবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ;

ছ) বিনামূল্যে অথবা মূল্যের বিনিময়ে সম্পত্তির মালিকানা, তা অর্জন, ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা, ভোগ ও নিষ্পত্তির ব্যাপারে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের একই অধিকার।

২। শিশুকাল বাগদান ও শিশু বিবাহের কোনো আইনগত কার্যকারিতা থাকবে না এবং বিবাহের একটি সর্বনিম্ন বয়স নির্ধারণ ও সরকারি রেজিস্ট্রিতে বিবাহ রেজিস্ট্রিভূক্ত করা বাধ্যতামূলক করার জন্য আইন প্রণয়নসহ প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

পরিশেষে, বাংলাদেশের নারীরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে এটি সফলভাবে প্রমাণিত করতে সক্ষম হয়েছে যে উপযুক্ত সুযোগ সুবিধা ও যোগ্যতম স্থানে তাদের প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ প্রদান করলে তারা পুরুষের চেয়ে বরং বেশী সক্ষমতা দেখাতে পারে এবং সম্পদ ও কর্তৃত্বের উপযুক্ত ব্যবহার দ্বারা শান্তিপূর্ণ সমৃদ্ধ পরিবার, সমাজ ও দেশ গঠনে তারা বেশী ভূমিকা রাখতে পারে।

যা দ্বারা শুধু তারাই উপকৃত হবে না এর দ্বারা সমগ্র সমাজ উপকৃত হবে। নারী সত্তার মধ্যে এ সম্ভাবনার সুযোগকে আরও ব্যাপক পরিসরে কাজে লাগানোর জন্য আমাদের দৃষ্টিভংগীর উদারতা ও ব্যাপকতার মাত্রা আরো বৃদ্ধি করার প্রয়োজন। বন্ধ করতে হবে নারীর প্রতি সকল ধরণের সহিংসতা , বিলোপ করতে হবে সকল ধরণের বৈষম্য। নারীর প্রতি বৈষম্যহীন উদার দৃষ্টিভংগীই আমাদের কাম্য। আসুন আমরা সবাই মিলে নারীদেরকে শুধু নারী হিসাবে না দেখে তাদেরকে মানুষ হিসাবে ভাবি।

উত্তরণ

বাড়ী # ৩২ (ফ্লাট বি-১), রোড # ১০/এ,
ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯।
email: uttaran.dhaka@gmail.com.
Web : www.uttaran.net